The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 2 No.4 August 2009 Page: 147-159, Published on August 2010 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

ভিটগেনস্টাইনের ভাষাদর্শনের স্বরূপ

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান[১]

১. সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
Email : ashad1_du@yahoo.com

Abstract

Ludwig Wittgenstein is one of the influential philosophers of the nineteenth century. His philosophical reputation is based on his studies of the analytical philosophy especially the philosophical study of logic, language, mathematics and metaphysics. He made great contribution in the arena of analytical philosophy mainly on the philosophy of language. He stated his own concept and ideas in his revolutionary book the 'Tractatus Logico Philosophicus.' He discussed picture theory, the notion of name, logical atomism etc in this book. This article deals with his important works and the limitation of these.

Key words: Picture theory of language, Names, Private, Public, Proposition, Metaphysics.

১. ভূমিকা

বিশ্লেষণী ভাষাদর্শনের পথিকৃৎ ও শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন (ল্যুডভিগ জোসেফ জোহান ভিটগেনস্টাইন, ১৯৮৯-১৯৫১) সাধারণ ভাষাবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন (আনিসুজ্জামান, ২০০৩; ২৭)। প্রচলিত ভাষার বিভিন্ন দিক, বহুবিধ ব্যবহার, এবং গূঢ় তাৎপর্যকে তিনি তাঁর ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণী পদ্ধতির সাহায্যে মূর্ত করে তোলেন (আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সম্পাদিত), আষাঢ় ১৩৯৩, ত্রিংশ বর্ষ; ১২২)। জীবন ও কর্ম উভয় দিক থেকেই দর্শনের ইতিহাসে

যাঁরা অনন্য, অস্ট্রিয়ার ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন তাঁদের অন্যতম। সমাজ, পরিবেশ বা ভাগ্যের প্রতিকূলতার মধ্যেও দর্শনের প্রতি আমরণ অনুরাগের দিক থেকে তাঁর তুলনা হতে পারে সক্রেটিস আর স্পিনোজার সঙ্গে (আবদুল মতিন; ২০০৩, ১১) ভাষাদর্শন আলোচনায় ভিটগেনস্টাইনের ভূমিকা তাই অবিসংবাদিত। Warnock এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : There can be no serious doubt that the most powerful and pervasive influence upon the practice of philosophy in this country today has been that of Ludwig Wittgenstein.(CWK Mundle, 1979:158)

ভিটগেনস্টাইন ভাষার সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশনা দান করেন। বহুমুখী প্রতিভাধর এ ব্যক্তিত্বের আলোচনায় ভাষার সাথে দর্শনের সম্পর্ক ও সমস্যাবলী ফুটে উঠেছে। ভাষাবিশ্লেষণে বিজ্ঞানের নানাদিক ও তাঁর আলোচনায় অঙ্গীভূত। অনেকের কাছে ভিটগেনস্টাইন তাই 'বিজ্ঞান-দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা' (এ.কে.এম সালাহ উদ্দিন, ১৯৯৯:৭৮)।

রাসেল ও ফ্রেগের অর্থ-বিশ্লেষণের মতাদর্শগত দিক পরিহার করে তিনি ধারণা ও অ-ধারণার মধ্যে সীমানা নির্দেশ করেন (মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ২০০৬: ২০৮)।

ভিটগেনস্টাইনের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *Tractatus Logico-Philosophicus, Notebooks* 1914-16 এবং *Philosophical Investigations.* এর মধ্যে ট্রাকটেটাস দর্শনের জগতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ট্রাকটেটাস দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ; এখানে ভাষা অনুষঙ্গ আলোচিত হয়েছে সুচারুরূপে। এ আলোচনার সারবস্তু হচ্ছে, সাধারণত দর্শনে যে সব মৌলিক যৌক্তিক সমস্যা চর্চা করা হয়ে থাকে তার সমাধান পাওয়া গেলে অন্যান্য সব সমস্যা আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যায় অথবা সমস্যাগুলি পরিগণিত হয় ছদ্ম সমস্যা হিসেবে। কাজেই ভিটগেনস্টাইন ঐ সব মৌলিক যৌক্তিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন তাঁর ট্রাকটেটাসে এবং তিনি উপলব্দি করেন যে, এসব মৌলিক যৌক্তিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান তিনি পেয়ে গেছেন। (আফজালুল বাসার (সম্পা) ২০০৩; ৯২)।

১৯৫৩ সালে 'ফিলোসফিকাস ইনভেস্টিগেশন্স' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেখানে তিনি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ এবং ভাষার মৌলিক ভিত্তি কী কী কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত তা নির্ধারণ করেন। তবে ভাষাদর্শন বিষয়ক তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থের নাম ট্রাকটেটাস লজিকো-ফিলোসফিকাস। আমার বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল 'ভিটগেনস্টাইনের ভাষাদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ; বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রত্যক্ষবাদ ও নব্য প্রত্যক্ষবাদের আলোকে তিনি ভাষাদর্শনে যে অবদান রেখেছেন সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ আলোচনায় মূলত ভিটগেনস্টাইন রচিত ট্রাকটেটাস লজিকো-ফিলোসফিকাস' গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও এর সীমাবদ্ধতা উপস্থাপিত হয়েছে। তবে

ভিটগেনস্টাইনের Philosophical Investigations গ্রন্থের মৌলিক দিক ও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধে মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, ভিটগেনস্টাইন নিজে ফ্রেগের মত একজন কৃত্রিম ভাষার আবিষ্কারক নন, তবে তিনি অবশ্যই যৌক্তিক, গাণিতিক প্রায়োগিক ও অর্থপূর্ণ ভাষার স্রষ্টা।

২. জন্ম ও পড়ালেখা

ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন ১৮৮৯ সনের ২৬ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভিয়েনার অন্যতম ধনী শিল্পপতি পরিবারের সন্তান ।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জার্মানিতে প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি একই বিষয়ে পড়াশুনার জন্য ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন (আমিনুল ইসলাম, ২০০১; ২৯২)।

এ সময়ই তাঁর মন প্রকৌশল বিদ্যা থেকে বিশুদ্ধ গণিত এবং গণিত থেকে গণিতের দার্শনিক ভিত্তির দিকে অর্থাৎ বিদ্যার প্রায়োগিক কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা থেকে তার মূলের দিকে সরে আসতে থাকে। রাসেলের *Principles of Mathematics* পড়ে তিনি দারুণভাবে উৎসাহিত হন এবং তাঁর পরামর্শে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং দর্শনের জগতে প্রবেশ করেন। ১৯১৪ সনের কিছু সময় পর্যন্ত তিনি কেমব্রিজে পড়াশুনা করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও ভিটগেনস্টাইন কেমব্রিজে গেলেন না; ১৯২০-১৯২৬ সন পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ অস্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চলে স্কুল-শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২৯ সনে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে সেখানে কর্মরত থাকেন। ভিটগেনস্টাইন দর্শন ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞানশাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। চিরকুমার ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন ১৯৫১ সনের ২৯ এপ্রিল কেমব্রিজে তাঁর চিকিৎসকের বাড়িতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. ট্রাকটেটাস গ্রন্থের মূল বক্তব্য

যৌক্তিক বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন । তাঁর ট্রাকটেটাস লজিকো ফিলোসফিকাস (Tractatus Logico-Philosophicus) গ্রন্থটি যৌক্তিক বিশ্লেষণী আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে এক মস্তবড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। গ্রন্থটি দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তার বর্হিকাঠামোর অন্ত রালে লুকায়িত যৌক্তিক ও কঠিন সারবত্তা হিসেবে দাশনিকদের নিকট পরিগণিত। নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে এ গ্রন্থটি ভিটগেনস্টাইন রচনা করেন। তথ্য উপাত্ত ও ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রকৌশল বিদ্যার ছাত্র ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের রাজ্যে

প্রবেশ উপন্যাসের ঘটনার মত বিস্ময়কর। দার্শনিক যুক্তিবিদ্যার জনক গটলব ফ্রেগের সঙ্গে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করেন এবং তাঁর পরামর্শে কেমব্রিজে আসেন রাসেলের কাছে পড়াশুনা করতে। রাসেলের এক বিবরণ থেকে জানা যায়, একদিন ভিটগেনস্টাইন তাঁর নিকট এসে বলেন : 'আপনার কি মনে হয় আমি একটা আস্ত ইডিয়ট ? আমি বললাম, কেন জানতে চান ? তিনি উত্তর দিলেন, "কারণ আমি ইডিয়ট হলে আমার প্রকৌশলী হওয়াই উচিত আর তা না হলে আমি দার্শনিক হতে চাই। "আমি তাকে বললাম, প্রিয় বন্ধু, আপনি একটা আস্ত ইডিয়ট কিনা তা আমি জানি না। তবে আগামী ছুটির মধ্যে আপনার ভাল লাগে দর্শনের এমন যে কোন বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ যদি লিখে নিয়ে আসেন তাহলে সেটি পড়ার পর আমি আপনাকে বলতে পারব। তিনি তাই করেছিলেন এবং পরবর্তী টার্মের শুরুতেই একটি প্রবন্ধ তিনি আমাকে পড়তে দিলেন। প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রত্যয় হয় যে তিনি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি এবং তাকে বোঝালাম যে কোন ক্রমেই তাঁর প্রকৌশলী হওয়া উচিৎ নয় (হারুন, ২০০৩: ২৩)। এভাবেই প্রকৌশলবিদ্যার ছাত্র ভিটগেনস্টাইন দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। ১৯১৪ সনের কিছু সময় পর্যন্ত তিনি কেমব্রিজে পড়াশুনা করেন এবং তারপর একই বছরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি যোগ দেন অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীতে। কিন্তু সৈনিক জীবনের ব্যস্ততা ও সঙ্কটময়তার ভেতরেও তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ধ্যান অব্যাহত রাখেন এবং নোটবুকে সেগুলো লিখে রাখতেন। এরই ফল তাঁর 'ট্রাকটেটাস লজিকো-ফিলোসফিকাস' সংক্ষেপে ট্রাকটেটাস (Tractatus) গ্রন্থটি । জার্মান ভাষায় লেখা গ্রন্থটির মূল নাম *Logisch Philosophische Abhandlung*। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯১৮, আর প্রকাশকাল ১৯২১। ১৯২২ সালে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Tractatus Logico Philosophicus' নামে লন্ডন থেকে। এ নামটি প্রস্তাব করেন জি, ই ম্যুর এবং রাসেল গ্রন্থটির একটি সূদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর ভিটগেনস্টাইন এক জন আলোচ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন।

ট্রাকটেটাস গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুপুঙ্ক্ষ আলোচনা করেন। দার্শনিক সমস্যার অন্তরালে ভাষার গণ্ডিবদ্ধ ব্যবহারকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর দর্শন চর্চার মূল প্রতিপাদ্য। দর্শন হচ্ছে ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং শব্দ ও ধারণার অর্থ পরিষ্করণ। ভিটগেনস্টাইন এর মতে, দর্শনের প্রধান কাজ হচ্ছে ভাষা ও চিন্তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। তিনি ট্রাকটটাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'যা বলা যায় তা পরিষ্কারভাবে বলা যায়; আর যে বিষয়ে কেউ পরিষ্কার বলতে পারেন না, সে বিষয়ে চুপ থাকাই বাঞ্চনীয় (আমিনুল ইসলাম, ১৯৮০; ১৭)।

এ গ্রন্থে তিনি দেখান যে, দর্শন কোন মতবাদ নয়, বরং একটা ক্রিয়া এবং দর্শন মূলত ভাষা বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে ব্যাপক তত্ত্ব বা নীতি প্রদান দর্শনের কাজ নয়। কোন শব্দ যখন ভাষায় ব্যবহৃত হয় তখন তা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য

শব্দ সার্থকভাবে ব্যবহারের উপায় সংবলিত ধারণা প্রদানই দর্শনের মূল কাজ। অর্থাৎ ভাষার মধ্যকার দ্ব্যর্থকতা ও অস্পষ্টতাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূরীভূত করে ভাষার অর্থগত শুদ্ধতা ও স্পষ্টতা দানই দর্শনের কাজ।

ট্রাকটেটাস গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয় প্রতিচ্ছবিতত্ত্ব (picture theory of language) প্রতিচ্ছবিতত্ত্ব অনুযায়ী ভাষার কাজ হচ্ছে জগতের কোন না কোন দিক তুলে ধরা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ভাষা যেহেতু জগতের প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবিস্বরূপ সুতরাং ভাষার প্রকাশের মধ্যে জগতের সেরূপ প্রকাশিত হতে হবে। ভাষা যদি জগতের এরূপকে অপরিবর্তিত, স্পষ্ট ও সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে ভাষা হবে ত্রুটিপূর্ণ। চিন্তা ও ভাষার নিয়মাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা ও জগতের মধ্যে তিনি একটি আবশ্যিক ও পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পান। তাঁর এ মন্তব্যের মূল কথা হলো অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়জ বিষয়গুলো প্রথমে কোন অজানা বিষয় নিয়ে গঠিত। এগুলো মানুষের কাছে শুধু সজ্ঞার মাধ্যমে ধরা পড়ে। এ কথার অর্থ হল অভিজ্ঞতাজাত বিষয়গুলো তাদের নামের সাহায্যে ধরা পড়ে। একজন মানুষের (বিষয়ীর) চিন্তাভাবনা হলো বাস্তব ঘটনার নিশ্চিত প্রতিচ্ছবি । অর্থাৎ ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ থেকে জগতের প্রকৃতি অনুধাবন; আবার জগতের প্রকৃতি উপলব্ধি থেকে ভাষায় প্রত্যাবর্তন- মোটামুটি এটাই হচ্ছে তার প্রথম পর্বের ভাষা-দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু (আনিসুজ্জামান, ১৯৮০; ৩৩)।

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ও সেটির ব্যবহার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভিটগেনস্টাইন উল্লেখ করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মকাণ্ডের সবকিছু অর্থহীন হয় না, তার জীবদ্দশায় সে যে সব কর্ম সম্পাদন করেছে সেগুলির অর্থ ও ব্যবহার মানব সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে। এ বিষয়টিকে ভিটগেনস্টাইন তাঁর ভাষাখেলা (Language games) মতবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, সেটির অর্থ ও ব্যবহার কখনও বিলুপ্ত হয় না বরং এগুলির নিজস্ব অর্থ যতদিন জগতে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তা ব্যবহৃত হবে। যেমন, আমরা যখন সক্রেটিস, এরিস্টটল বা প্লেটোর নাম বলি তখন সঙ্গে সঙ্গে সে নামের তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হই। এমনকি আমরা যখন উপহাসচ্ছলে কোন ব্যক্তির নাম স্মরণ করি তখনও এর ব্যতিক্রম হয় না। এক্ষেত্রে শব্দের বা নামের ব্যবহারই হলো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ভিটগেনস্টাইনের ভাষায়, সর্বক্ষেত্রে না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যখন কোন শব্দে অর্থ আরোপ করি তখন সেটি প্রকাশ করি এভাবে ভাষার শব্দের অর্থ হলো তার ব্যবহার। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করায় সেটির অর্থ বোঝা সম্ভব হয়। ভাষায় যখন কোন বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তা হয় মূলত শব্দনির্ভর। এক্ষেত্রে বস্তু নয় বরং শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ; ফলে কোন বক্তব্যের বক্তব্য বা সেটির ছায়া নয়, বরং সেটির ব্যবহারই

হলো তাৎপর্যপূর্ণ। মানসিক ঘটনা একান্তই ব্যক্তিগত (Private) কিন্তু শব্দের ব্যবহারও এর অর্থ হলো সাধারণ (Public)। ভিটগেনস্টাইনের মতে, ভাষা হলো যোগাযোগের মাধ্যম। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, আত্মগত অনুভূতি অথবা ধারণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সব বিষয়ের অর্থ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। আমাদের নিত্য দিনের ভাষায় এদের ব্যবহার অধিক বিধায় এ ব্যাপারে আমরা তেমন গুরুত্বারোপ করি না। এ কথা স্বীকার্য যে, ব্যবহারের মাধ্যমে এগুলোর অর্থ স্পষ্ট হয়। ভিটনেস্টাইন এ প্রসঙ্গে বলেন শব্দের ব্যবহার নির্ভর করে তার ব্যবহারের উপর (Philosophical Investication, 1978:sec 531)। তিনি আরো বলেন, বাক্যের অর্থ বোঝাই হলো ভাষাকে বোঝা। বাক্যের অর্থ বোঝা বা বোধগম্য হওয়ার সঙ্গে মানসিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়া ও বোধগম্যতা এক নয়। তবে মানসিক প্রক্রিয়া হলো বোধগম্যতার বৈশিষ্ট্য যা একান্তই ব্যক্তিগত। যেমন: কোন ব্যক্তির দেহে বেদনার অনুভূতি। ভিটগেনস্টাইন এ ধরনের ব্যক্তিগত ভাষার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। ব্যক্তিগত ভাষার সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী বলে দার্শনিকদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে।

বিশ্বজগৎ ও ইচ্ছার মধ্যে কোন রকম যৌক্তিক সম্পর্কের কথা ভিটগেনস্টাইন অস্বীকার করেন। তাঁর মতে কেবল বস্তু নয়, তথ্য ও ঘটনায় সজ্জিত বস্তুর সমবায়ে জগৎ গঠিত। এসব তথ্য পরস্পর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বিভিন্ন ব্যাপার (state of affairs) এবং তথ্য বা fact বলতে তিনি একটি ব্যাপারের প্রকৃত সংগঠনকে বুঝিয়েছেন। তথ্যাদি কীভাবে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে এ ব্যাপারে তিনি অবশ্য কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। বরং তিনি বলেন, যে কোন তথ্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকতে পারে। অবশ্য তিনি এ আভাস দেন যে, সব তথ্য একটি জাতির অন্তর্গত এবং এদিক থেকে এরা একই পর্যায়ভুক্ত ।

ভিটগেনস্টাইন দর্শনের রাজ্যে ঢুকেছেন যুক্তিবিদ্যার পথ ধরে এবং মৌল যৌক্তিক অন্ত র্দৃষ্টির হাতিয়ার নিয়ে। তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে, Tractatus গ্রন্থের মূল লক্ষ্য ছিল ভাষার মৌল প্রকৃতি (essence) তথা ভাষার গঠন ও কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করা । তাঁর ধারণা, গতানুগতিক দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলে দেখা যাবে, উপর কাঠামোর সমস্যাগুলো হয় আপনা আপনি সমাধান হয়ে গেছে, নয়ত সেগুলি নিছক ছদ্ম সমস্যা বলে বর্জিত হয়েছে। দর্শনের যে সমস্যার কথাই আমরা বলি না কেন, আমরা জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করি এবং চিন্তা করতে গিয়ে বাক্য বা বচন (Sentence or Proposition) ব্যবহার করি। এ কারণে তিনি পৃথিবী ও ভাষার সমরূপ ব্যবহারকেই যৌক্তিক পদ বা বাক্য বলে অভিহিত করেন ।

৪. ট্রাকটেটাস গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা

ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন রচিত ট্রাকটেটাস লজিকো ফিলসফিকাস' গ্রন্থটি বিশ্লেষণী ভাষাদর্শনের অন্যতম গ্রন্থ বলে বিবেচিত। তবুও এ গ্রন্থের বিভিন্ন মত নিয়ে নিম্নোক্ত সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে:

(ক) ভাষা-চিত্রের ধারণা: ট্রাকটেটাস গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন বলেন, শব্দের মূল কাজ হচ্ছে কোন কিছুকে চিত্রিত কিংবা বর্ণনা করা। ভাষা-সত্তার চিত্রবিশেষ। অর্থাৎ ভাষাকে তিনি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ভাষার ব্যবহার ও মানব মনের চিন্তা কোন গণ্ডিবদ্ধ বিষয় নয়। মুক্ত আকাশের পাখির ন্যায় এদের অবাধ বিচরণ সর্বত্র। ভাষার ব্যবহারকে তাই কোন নির্দিষ্ট জগতে বন্দিকরণ সূত্রে আবদ্ধ কেবল অসম্ভব নয় অবান্তরও বটে। কেন না, কেবল আক্ষরিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো উক্তি বা বচনের যথাযথ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না (আমিনুল ইসলাম, ২০০১:২৯৮-২৯৯)। এ তাৎপর্য উপলব্দির জন্য বিচার বিশ্লেষণের পাশাপাশি যে বিশেষ প্রসঙ্গে ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাও আবশ্যক।

(খ) ব্যক্তি ভাষার সম্ভাব্যতা: ব্যক্তি ভাষা সম্পর্কে ভিটগেনস্টাইন বলেন, এ ভাষায় কোন স্বীকৃত নিয়ম প্রয়োগ করা যায় না বলে এ ভাষার দাবি অগ্রহণযোগ্য। ব্যক্তিগত ভাষার সম্ভাব্যতার দিকে ভিটগেনস্টাইনের যুক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী; কিন্তু একজন নির্জন দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বা তপোবনে বসবাসরত কোন আজন্ম সন্ন্যাসীর ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়নি। এরূপ একজন আজন্ম বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কীভাবে তার নিজের এবং বর্হিজগতের জিনিস সম্বন্ধে অর্থপূর্ণভাবে কথা বলতে পারে এবং তার শব্দ উচ্চারণ ও সেই উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে নির্দেশকৃত জিনিসকে কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে তাও তিনি উল্লেখ করেননি। এদিক দিয়ে তাঁর এ বিশ্লেষণে অপূর্ণতা রয়ে গেছে বলা যায়।

(গ) উত্তম পুরুষের ব্যবহার: ভিটগেনস্টাইন অভিজ্ঞতার কর্তা হিসেবে উত্তম-পুরুষের ভাষা সম্পর্কিত ত্রুটি নির্দেশে সচেষ্ট হয়েছেন। এ পর্যায়ে তিনি 'আমিই আমার ব্যথা জানি' অন্য কেউ আমার ব্যথা বুঝতে পারে না- এ ধরনের বাক্যে অনুভূতির কর্তা হিসেবে 'আমি' নামক ব্যাকরণের কর্তার অবস্থান এবং জ্ঞানীয় দাবিতে (epistemological claim) তার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তা বিচার করেন। বিষয়টি স্পষ্টকরণের নিমিত্তে তিনি থাইল্যান্ডের একটি যমজের কথা উল্লেখ করেন যারা আঙ্গিকভাবে সংযুক্ত। একটি মৌমাছি তাদের দেহের সংযুক্ত অংশে হুল ফুটালে তারা দুজনেই ব্যাথায় অতি চিৎকার করে উঠে। তারা একইভাবে ব্যথার বর্ণনা দেয় এবং ব্যথার নির্দিষ্ট স্থানকেও উভয়ে একইভাবে দেখিয়ে দেয়। এ উদাহরণের সাহায্যে ভিটগেনস্টাইন দেখান যে দুজনের একই ব্যথা, এমনকি ব্যথার স্থানও একই হতে পারে। প্রথম যে, উদাহরণের সাহায্যে তিনি একই বেদনার সমভাগী হিসেবে যমজের

কথা উল্লেখ করেন, সেটা নিতান্তই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। একে স্বাভাবিক মানুষের সরল ও একান্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গের অনেকটা বাইরে চলে যায়। দ্বিতীয়ত, যে যুক্তি তিনি দিয়েছেন তার দ্বারা একই ধরনের সংবেদনের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু অভিন্ন সংবেদনে অংশদারিত্ব প্রমাণিত হয় না। স্থান- কাল ভেদে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বেদনা উপলব্দির মাত্রায় যে পার্থক্য হয় তা অনস্বীকার্য। সুতরাং সংবেদন বা মানসিক কোন ঘটনার কর্তা হিসেবে ব্যক্তিবিশেষ সুবিধা অস্বীকার করার বিরুদ্ধে ভিটগেটস্টাইনের যুক্তিকে তেমন শক্তিশালী বলে মনে হয় না।

(ঘ) অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics or ontology) সম্পর্কিত জ্ঞান: তত্ত্ববিদ্যা মূলত বিশ্বজগতের মূল উপাদান বা সত্তা সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সংকীর্ণ অর্থে তত্ত্ববিদ্যা সত্তাবিষয়ক বিদ্যা এবং ব্যাপক অর্থে তত্ত্ববিদ্যা বস্তুর মৌলিকত্ব সম্পর্কে যে কোন অনুধ্যানমূলক (speculative) অনুসন্ধান ও তত্ত্বালোচনা- The existence of the empirical of world as a fundamental reality independent of conscioussess can not be logically established. কারণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শুধু জড়বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করে থাকি, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শুধু জড়বস্তুই অস্তিত্বশীল (আমিনুল ইসলাম, ১৯৭৮:৩০১)।

ভিটগেনস্টাইন মনে করেন, শুধু বস্তু নিয়ে নয় তথ্য ও ঘটনায় সজ্জিত বস্তুর সমবায়ে জগৎ গঠিত। এ সব তথ্য পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কারণ তথ্যের সমবায়ে গঠিত অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ। ভিটগেনস্টাইন বিভিন্ন বস্তুর এ সম্বন্ধের সম্ভাবনার নাম দিয়েছেন ব্যাপার (State of affairs) এবং তথ্য বলতে তিনি বুঝেছেন একটি ব্যাপারের প্রকৃত সংঘটনকে। তবে তথ্যাদি কীভাবে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে, এ ব্যাপারে তিনি কোন স্পষ্ট ব্যাখা দেননি। অধিবিদ্যার কারণাদি সম্পর্কেও তিনি কোন স্পষ্ট সুদৃঢ় যুক্তি দিতে পারেননি। আবার অধিবিদ্যার ঠিক কোন কোন জিনিসকে নেতিবাচক বলে মনে করতে হবে, এ বিষয়েও তিনি কোন ফলপ্রসু প্রক্রিয়া নির্দেশ করতে পারেননি।

(ঙ) মৌলিক বচন (Elementary Proposition) তত্ত্ব: ভিটগেনস্টাইনের মতে, যে সব বচনের অর্থ ও সত্যতা নিহিত থাকে অন্যান্য বচনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের মধ্যে নয়, বরং জগতের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের মধ্যে। কেন না বচন মূলত কোন সমাজের সংবিধিদ্ধ চিরাচরিত নিয়মের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। বলা হয় 'Language is not a matter of marks on the blackboard bearing the expressing relation to abstract entities called 'propositions''; language is something that people do, and do in a highly rule- governed and conventional way (William G. Lycan, 2000:91). তাঁর মতে, বচনের যদি আদৌ কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে তাহলে অবশ্যই সরল অবিশ্লেষণযোগ্য বচন থাকবে। প্রচলিত ও

পরম্পরাগত অভিজ্ঞতা মতানুসারে, কোন ধারণা বা বচনকে যদি অর্থপূর্ণ হতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই জগতের অভিজ্ঞতা প্রসূত হবে। ভিটগেনস্টাইনের এ মতটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না: কারণ যে জিনিসকে একটি বাক্যের পক্ষে মৌলিক বচন প্রকাশ করা সম্ভব করে তোলে তা হলো এর একটি সম্ভাব্য ব্যাপারের চিত্র হওয়া, অর্থাৎ বস্তুর এমন একটি সম্ভাব্য বিন্যাস হওয়া, যা তথ্য বস্তুর বিন্যাস হিসেবে বচন (proposition) কে চিত্রিত করে। একটি বচন সত্য হয় তখনই, যখন তার নির্দেশিত বস্তু এভাবে বিন্যস্ত হয়। বচন এবং তাদের চিত্রিত ব্যাপারের একটি অভিন্ন রূপ রয়েছে; কিন্তু একে বচনের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না, শুধু দেখানো যায়।

(চ) ভাষাবিশ্লেষণে প্রসঙ্গের গুরুত্ব: অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা পরিস্থিতি বা প্রসঙ্গের (Context) ওপর জোর দেন। শব্দের সাধারণত দুটি অর্থ থাকে; আভিধানিক (Lexical) ও প্রসঙ্গাধীন (Contexual)। শব্দের অর্থ প্রকাশে প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যভাবে বলা যায়, বচনের অর্থ নির্ণীত হয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী; ফলে প্রেক্ষাপট এবং অর্থ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত (মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ২০০৬:২০৯)। David Lewis তাঁর *Philosophical Papers* গ্রন্থে বলেন- A context gives us a world, time and speaker that are suitably related: the speaker is presented that time at that world. If we take, world- bound time-slics, the relatedness is automatic. If we take world-time speaker triples, the relatedness is not automatic, but we must nevertheless demand it: without it. Our method for recovering the other features of context makes no sense. (David Lewis, 1983:230). ভিটগেনস্টাইন তাঁর Tractatus-এ অর্থ বিশ্লেষণে প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেছেন- শব্দের মূল কাজ হচ্ছে কোন কিছুকে চিত্রিত কিংবা বর্ণনা করা। ভাষাসত্তার চিত্র বিশেষ। জগৎকে নিয়েই ভাষার ক্রিয়া এবং তার ব্যবহৃত বচনের প্রতিটি অংশের সঙ্গে জগতের একটা বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ তিনি আক্ষরিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। মনে রাখতে হবে কেবল আক্ষরিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো উক্তি বা বচনের যথাযথ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। এর জন্য বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য বটে; কিন্তু শুধু বিচার বিশ্লেষণই ভাষার অর্থ নির্ণয়ের একমাত্র উপায় নয়। বিচার বিশ্লেষণের পাশপাশি যে বিশেষ প্রসঙ্গে ভাষার ব্যবহার অর্থৎ 'কনটেক্সট' তার ব্যাখ্যাও আবশ্যক।

(ছ) ভাষাবিশ্লেষণে অর্থের গুরুত্ব: ভিটগেনস্টাইন তাঁর ট্রাকটেটাস গ্রন্থে তিন ধরনের অর্থহীনতার কথা বলেছেন। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকারের অর্থহীনতাকে ভিটগেনস্টাইন বর্ণনা করেছেন গভীর অর্থহীনতা হিসেবে। নীতিবিদ্যা ও ধর্মে উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় ও মরমি উক্তির সমবায়ে এ অর্থহীনতা গঠিত। এ সব অর্থহীন উক্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত- 'নীতিবদ্যাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না', 'ঈশ্বর নিজেকে জগতে প্রকাশ করেন না'

'জগতের বস্তুনিচয় কী করে আছে, তা রহস্যজনক নয়, রহজ্যজনক হলো জগৎ যে আছে তাই-ই' প্রভৃতি। ভিটগেনস্টাইনের এরূপ ভাষাবিশ্লেষণ সম্পর্কে দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল বলেন: Wittgenstein's analysis of language is concerned with the conditions which would have to be fullfilled by a logically prfect language .(Max Black, 1949:143). ভাষাবিশ্লেষণে অর্থের গুরুত্ব সম্পর্কে ভিটগেনস্টাইন যে মত ব্যক্ত করেছেন তা গতানুগতিক দর্শনের সমালোচনামুখর। ভিটগেনস্টাইন রহস্যজনক মতবাদ (তাঁর ভাষায়) ও তাঁর নিজের মতাবাদ থেকে গতানুগতিক দর্শনের স্বাতন্ত্র রক্ষায় কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন আমিনুল ইসলাম (১৯৭৮:২৯৭)।

নামকরণতত্ত্ব (naming theory) ভাষাকে এমন এক যোগাযোগ সংশ্রয় (System) বলে মনে করা যেতে পারে যার একদিকে রয়েছে দ্যোতক (Signifier) আরেক দিকে রয়েছে দ্যোতিত (Signitied)। প্লেটো তাঁর ক্রাতিলুস গ্রন্থে বলেছেন ভাষার শব্দ হচ্ছে দ্যোতক, আর শব্দটি বাস্তব জগতের যে বস্তুকে নির্দেশ করে সেটি দ্যোতিত। অতএব বলা যায়, শব্দ হচ্ছে বিভিন্ন বস্তুর নাম (John Lyons, 1968:403). উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন বলি 'নজরুল বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম কবি'। তখন এ বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই মোটামুটি সবার কাছে স্পষ্ট । কিন্তু কারো কারো কাছে এ বচনটির তাৎপর্য তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বচনটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণের যে প্রয়োজন হতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না । এমতাবস্থায় নজরুল কে , বাংলা সাহিত্য কী, অন্যতম কবি বলতে কী বুঝানো হচ্ছে, নজরুল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি হওয়ার পেছনে কী কী প্রত্যয় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে প্রভৃতি শব্দ (নাম), পদ, বাক্যাংশ বা তার ব্যবহারের বিশেষ অর্থপূর্ণ হওয়ার পটভূমি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। ভিটগেনস্টাইনের মতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা অবশ্যই এমন একটা পর্যায়ে বা অবস্থায় উপনীত হতে বাধ্য যার বাইরে আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিশ্লেষণের এ পর্যায়ে আমরা একান্তভাবে তথ্য, ঘটনা বা অবস্থার মুখোমুখি হই এবং অন্য কোন ঘটনার মাধ্যমে তা প্রকাশ করি। ভিটগেনস্টাইন এভাবে নাম নামক আদি প্রতীকে উপনীত হন, যার কোন সংজ্ঞা নেই। তিনি বলেছেন A name means an object. Objects are simple. এভাবে নামের অর্থ বলতে তিনি নির্দেশিত বস্তু বা জিনিসকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ নামায়নের ধারণাটি তিনি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভিটগেনস্টাইনের ভাষাচিন্তা খুবই চিত্তাকর্ষক। এর মূল কারণ হলো এগুলি ভাষা চিন্তা নয়, দর্শন। তিনি ভাষার পল্লবিত এবং সীমানা বর্হিভূত ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছেন। তার কারণ যুক্তি। যুক্তিই তাঁর অন্বিষ্ট; যুক্তির মাপে ভাষার অধিকার-অনধিকার তাঁর আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ভাষার এই কঠিন যৌক্তিক মানদণ্ড সবার নিকট

গ্রহণীয় নাও হতে পারে। যুক্তি নীতিশাস্ত্র এবং সৌন্দর্যশাস্ত্র সম্পর্কে নীরব । কারণ এ সব শাস্ত্র বিষয়ে কোন স্থির ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভিটগেনস্টাইনের ভাষা দর্শন সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে যৌক্তিক দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানভাবাপন্ন একটি গৌষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভিটগেনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত Tractatus Logico-Philosophicus' গ্রন্থে বলেন যা বলা যায় তা পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, আর যে বিষয়ে কেউ পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারে না সে বিষয়ে তার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় (Malcom, 1966::1).

এরূপ ধারণার অনুগামী হয়ে যৌক্তিক দৃষ্টাবাদীদের মধ্যে ভাষাদর্শন বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাঁরা ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তাঁরা মনে করেন দর্শনের এক মাত্র কাজ সমীক্ষণ এবং সর্বপ্রকার সমস্যা ও তার সমাধানজনিত ধারণা ও প্রচেষ্টার অনুসন্ধান। ভিটগেনস্টাইনের মত তাঁরাও দাবি করেন, দর্শনের প্রধান কাজ হচ্ছে সম্প্রসারণমূলক এবং ভাষা ও চিন্তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। মত ভিন্নতা থাকলেও অনেকে মনে করেন যে, যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা অর্থ সমন্ধীয় ধারণা প্রথমে লাভ করেন ভিটগেনস্টাইনের ট্রাকটেটাস লজিকো ফিলোসফিকাস (Tractatus Logico Philosophicus) গ্রন্থ প্রকাশের পর। ভিটগেনস্টাইনের এ গ্রন্থ ভিয়েনাচক্রের কাছে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হতো। আর এ কারণেই ভিটগেনস্টাইনকে বিশ শতকের বিশের দশকের পরবর্তী আধুনিক দর্শনের নায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন, এবং সাধারণ ভাষাদর্শন গঠনে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। ফ্রয়েড, সোস্যূর, জেকবসন, নোয়াম চমস্কি, ফুকো, দেরিদা প্রমুখ ভাষাকে আশ্রয় করে তথা ভাষা কাঠামোয় জগৎ ও জীবনের, মন ও সমাজের বিভিন্ন দিক অনুশীলন করে গত শতকের গোড়ার দিকে চিন্তা জগতে যে তোলপাড় তুলেছিলেন তারই অভিঘাতে ভাষাদর্শন, ভাষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সাহিত্যচিন্তার এক নব রূপের স্ফুরণ ঘটে। বলা যায়, বিশ শতক ছিল ভাষাচিন্তার শতক এবং এই ভাষাচিন্তার অন্যতম আদি গুরু ছিলেন ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন। ভিটগেনস্টাইনের বন্ধু ও শিষ্য মালকম তাঁকে 'one of the greatest and most influential philosophers of our time' (Ludwig Wittgenstein: A Meoir:1) বলে উল্লেখ করেছেন। George Pitcher বলেছেন, 'Wittgenstein is one of the greatest philosophers of the twentieth century. He may be the greatest' (The Philosophy of Wittgenstein: Preface). ভাষা আলোচনায় ভিটগেনস্টাইন এক অনন্য প্রতিভূ। নাম, বচন ও প্রস্তাবের গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাম, বচন, বচনের গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে Max Black ও ভিটগেনস্টাইনের অভিনবত্বের কথা স্বীকার করেছেন (Language and Philosophy; 1949;153)।

উপসংহার

কোন দার্শনিকের চিন্তাই অনড় ও স্থবির কিছু নয়। খ্যাতিমান দার্শনিক ভিটগেনস্টাইনর ভাষাদর্শন সমন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। তিনি ভাষা ও দর্শনের কিছু মৌলিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন বটে তবে তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ করে ভাষাদর্শনের ক্ষেত্রে ভিটগেনস্টাইনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জি

বাসার আফজালুল, ২০০৩; 'ভিটগেনস্টাইন: ভাষা-দর্শন-সাহিত্য' আফজালুল বাসার (সম্পা) ট্রাকটেটাস ও ভিটগেনস্টাইনের ভাষাচিন্তা, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

মতিন আবদুল, ২০০৩; 'দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন', আফজালুল বাসার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত

ইসলাম আমিনুল, ১৩৮৭; সমকালীন দর্শন ও ভাষাবিশ্লেষণ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ত্রয়োবিংশ বষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আনিসুজ্জামান, ২০০৩; 'ভিটগেনস্টাইনের ভাষা-দর্শন', আফজালুল বাসার (সম্পাদিত), ট্রাকটেটাস ও ভিটগেনস্টাইনের ভাষাচিন্তা, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ

আনিসুজ্জামান, ১৩৯৩, 'ভিটগেনস্টাইনের ভাষা-দর্শন', আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ত্রিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা; ঢাকা; বাংলা একাডেমী

এ কে এম শামসুর রহমান, ২০০০; ভিটগেনস্টাইন: অর্থের ব্যবহার-তত্ত্ব, নূরুর রহমান খান (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় পত্রিকা, সংখ্যা-৬৭, ঢাকা

এ. কে.এম সালাহ উদ্দিন, ১৯৯৯; বিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদের উদ্ভাবন: দর্শনের একটি দেবোচিত চিন্তাধারা, ফেরদৌস হোসেন (সম্পাদিত), রাজনীতি জার্নাল, পঞ্চম সংখ্যা; জানুযারী-জুন, প্রকাশ কাল ২০০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র; ঢাকা

এ.এম.হারুনার রশীদ, ২০০৩; 'ভাষার সীমানায় লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন'; আফজালুল বাসার (সম্পা), পূর্বোক্ত

ইসলাম আমিনুল, ১৯৭৮, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন; বাংলা একাডেমী; ঢাকা

ইসলাম আমিনুল, ২০০১, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন; মাওলা ব্রাদার্স; ঢাকা

আসাদুজ্জামান মুহাম্মদ, ২০০৬; ভাষাদর্শন: নিরন্তর চিন্তন ও চর্চায়, এ কিউ ফজলুল ওয়াহিদ (সম্পাদিত), দর্শন ও প্রগতি, ২৩শ বর্ষ. জুন-ডিসেম্বর, প্রকাশ কাল ২০০৭, গোবিন্দ দেব, দর্শন গবেষণা কেন্দ্র; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা

Mundle. CWK, 1979; Acritique of Linguistic Philosophy, London; Oxford University Press

Lewis David, 1983; Philosophical Papers, New York: Oxford University Press

Lyons John, 1968; Introduction to Theoretical Linguistics, UK, Cambridge Unversity Press

Wittgenstein Ludwig, 1922, *Tractatus Logico-Philosophicus, London: Routledge and Kegan*

Wittgenstein Ludwig, 1978, Philosophical Investigations, Oxford: Basil Blackwell

Malcom, 1966; Ludwig Wittgenstein: A Memoir, Oxford: Oxford University Press

George Pitcher, 1964; The Philosophy of Wittgenstein, New Jersey: Prentice Hall, preface

Black Max, 1949; Language and Philosophy, New York; Cornell University Press,

Lycan William G., 2000; Philosophy of Language, London: Routledge